দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... 19 APR 1995 ...
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ২

32

এসএসসি পরীক্ষা ঃ যশোর

১৫ হাজার পরীক্ষার্থী পরীক্ষা দিতে পারবে না, হরতাল ও 'বোমাবৃষ্টির' হুমকি

।। রুকুনউদ্দৌলাহ ।। যশোর, ১৮ই এপ্রিল।– অভিভাবক, শিক্ষক ও পরীক্ষার্থীদের উদ্বেগ, উৎকন্ঠা ও উত্তেজনার ভিতর দিয়ে কাল বৃহস্পতিবার থেকে যশোর বোর্ডের এসএসসি পরীক্ষা শুরু হতে যাচ্ছে। চেয়ারম্যান হাসান ওয়ায়েজ বলেছেন, 'এ এক অগ্নিপরীক্ষা, জানিনে কি আছে কপালে। তবে সুষ্ঠুভাবে পরীক্ষা সম্পন্ন করতে সর্বাত্মক কঠোর নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা নেয়া হবে।' অপরদিকে হাজার হাজার পরীক্ষার্থী যারা এবারের পরীক্ষায় অংশ নিতে পারছে না তারা পরীক্ষা ঠেকাতে শুরুর দিন থেকে শেষ পর্যন্ত হরতালের হুমকি দিয়েছে। তারা, যেকোন মূল্যে এবারের এসএসসি পরীক্ষা প্রতিহত করবে বলে মাইকযোগে প্রচার করেছে। আজও তারা বোর্ডের সামনে সভা–সমাবেশ করে, নিরাপত্তার জন্যে শিক্ষা বোর্ড ও কর্মকর্তাদের জন্য দাঙ্গা পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। সবমিলিয়ে বিরাজ করছে টান টান উত্তেজনা।

যশোর শিক্ষা বোর্ডের নিবন্ধন শাখার কর্মচারী ও এক শ্রেণীর শিক্ষকদের নজিরবিহীন কেলেংকারির কারণে এবার বোর্ড কর্তৃপক্ষ ১৫ হাজার ৫৩ জন পরীক্ষার্থীর প্রার্থিতা বাতিল করেছে। এসব পরীক্ষার্থীর পক্ষে বোর্ড কর্তৃপক্ষকে বিবাদী করে দু'টি লিগ্যাল নোটিশ দেয়া হয়েছে। এছাড়া ভোলা সহকারী জজ আদালতে মামলা হয়েছে। আদালত সংশ্লিষ্টদেরকে শো–কজ করেছেন। বোর্ড অবশ্য এর জবাব দিয়েছে।

এবারের পরীক্ষায় অংশ নিতে ১ লাখ ৫৮ হাজার ২শ' ৭৬ জন ফরম পূরণ করে। এবারই নৈর্ব্যক্তিক পদ্ধতির শেষ সুযোগ। আর এ সুযোগ নিতে যেয়ে সপ্তম, অষ্টম ও নবম শ্রেণীর বিপুল সংখ্যক ছাত্রছাত্রী অবৈধভাবে ফরম পূরণ করে। মোটা অংকের টাকার বিনিময়ে এক শ্রেণীর শিক্ষক ও বোর্ডের কর্মচারীরা এগুলো করে। দুর্নীতি ফাঁস হয়ে যাওয়ায় তাদের সে চেষ্টা সফল হয়নি। উল্টো ১৫ হাজারের অধিক পরীক্ষার্থীর কপাল পোড়ে।

এদিকে প্রার্থিতা বাতিলের কারণে তারা বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে। তারা হুমকি দিয়েছে যশোর ঃ পৃঃ ৬ কঃ ১

যশোর ঃ এসএসসি পরীক্ষা

(১ম পৃষ্ঠার পর) পরীক্ষার হলে ঢুকতে না দিলে বোর্ডের ১৫৫টি কেন্দ্রে লাগাতার হরতাল ডাকা হবে। প্রয়োজনে কেন্দ্রগুলোতে 'বোমা বৃষ্টি' করা হবে। এমনকি সাধারণ পরীক্ষার্থীদেরকে পথে–ঘাটে নাজেহাল করা হবে। যেন তারা হলে না যেতে পারে। বোর্ডের সামনে আজ দুপুরে অনুষ্ঠিত এক সমাবেশ থেকে এসব ঘোষণা দেয়া হয়।

গতকাল রাতে একদল যুবক বোর্ডের চেয়ারম্যানের বাসভবনে বোমা হামলা করে এবং তাকে টেলিফোনে হুমকি দেয়া হচ্ছে। এরাই ৪ঠা এপ্রিল বোর্ডে ভাঙচুর করে এবং ১২ই এপ্রিল শিক্ষা বোর্ডে আগুন ধরিয়ে ক্ষতিসাধনের চেষ্টা করে। বিক্ষুব্ধ পরীক্ষার্থীরা সংশ্লিষ্ট স্কুলের প্রধান শিক্ষকদের বাড়িতে হানা দিচ্ছে। তাদের দাবি হয় পরীক্ষা দেবার ব্যবস্থা করতে হবে, নইলে টাকা ফেরত দিতে হবে। এ কারণে অনেক শিক্ষক পালিয়ে বেড়াচ্ছে।

এই প্রতিনিধি আজ বোর্ডে গেলে দেখতে পান শত শত ছাত্রছাত্রী; অভিভাবক ও শিক্ষকরা প্রবেশ পত্রের জন্য পুলিশ বেষ্টনীর বাইরে উদ্বেগ–উৎকন্ঠা নিয়ে অপেক্ষা করছে। অথচ তারা জানে না যে, তাদের প্রার্থিতা বাতিল করা হয়েছে। বিক্ষুব্ধ পরীক্ষার্থীদের কয়েকজন অভিযোগ করেছে, ছাগল, গরু, ফলদান বৃক্ষ, এমনকি জমি বেচে পরীক্ষার ফরম পূরণের টাকা দিয়েছি। অথচ যারা এসব দুর্নীতির মাধ্যমে বিপুল পরিমাণ টাকা হাতিয়ে নিয়েছে তাদের বিরুদ্ধে কোনরকম শাস্তিমূলক ব্যবস্থা না নিয়ে নিরীহ ১৫ হাজার ছাত্রের জীবন থেকে একটি বছর জোরপূর্বক কেড়ে নেয়া হলো। এ ব্যাপারে শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রফেসর হাসান ওয়ায়েজ বলেছেন, সার্বিক বিষয় তদন্ত করে দোষীদের বিরুদ্ধে অবশ্যই ব্যবস্থা নেয়া হবে। আর এ জন্য শিক্ষা বোর্ডের সর্বোচ্চ কমিটির সভায় ৩ সদস্যের উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। তবে তদন্ত কাজ এখনও শুরু হয়নি।

পরীক্ষার্থীর প্রার্থিতা বাতিলের পর যশোর বোর্ডে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১ লাখ ৪৩ হাজার ২শ' ২২। এর মধ্যে ছাত্র ৮৮ হাজার ১শ' ৭১ জন, ছাত্রী ৫৫ হাজার ৫১। বিজ্ঞান বিভাগে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছাত্র ১৯ হাজার ৬শ' ৬০, ছাত্রী ৬ হাজার ৪শ' ২৯। সমাজ বিজ্ঞানে ছাত্রী ৬০ হাজার ৩শ' ৪০ এবং ছাত্রী ৪৩ হাজার ৬শ' ৫২। প্রাইভেট পরীক্ষার্থীদের মধ্যে রয়েছে ৮ হাজার ১শ' ৭১ জন ছাত্র এবং ৪ হাজার ৯৭ জন ছাত্রী। যশোর বোর্ডে ২ হাজার ৪শ' ৭৬টি স্কুলের পরীক্ষার্থীদের জন্য ১৫ টি কেন্দ্র খোলা হয়েছে। যেকোন মূল্যে পরীক্ষা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্নের জন্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের প্রতি বিশেষ বার্তা পাঠানো হয়েছে।